যুগান্তর

তারিখ: 06 MAY 2014 ... পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 5

স্কুলে যাওয়ার অধিকার ফিরে পেল রাইতা

যুগান্তর রিপোর্ট

ছয় বছরের ছোট শিশু কাজী রাইতা রহমান। রাজধানীর শাহীন স্কুল ও কলেজের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সে। গত ১৭ এপ্রিল রাইতাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠান স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ তার মা ওই কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। উপায়ান্তর না পেয়ে হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছিল রাইতা। তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করে সে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তার পক্ষে হলফনামায় স্বাক্ষর করেন তার মা বিলকিস বানু।

এই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দের বেঞ্চ অন্য শিক্ষার্থীদের মতো রাইতাকেও ক্লাস, পরীক্ষা এবং অন্যান্য কার্যক্রমে অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে ওই স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি শৃংখলা বিধি ও নীতিমালা অনুসরণ না করে রিটকারীকে স্কুল ত্যাগে বাধ্য করে দেয়া নোটিশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।

শিক্ষা সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আবদুল হালিম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবাতুল করিম। আবদুল হালিম সাংবাদিকদের বলেন, রাইতার পিতাকে ১৭ এপ্রিল একটি নোটিশ দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাইতার বাবা কাজী ওবায়দুর রহমান বরাবর পাঠানো ওই নোটিশে বলা হয়, আপনার সন্তানকে তার মায়ের শৃংখলাভঙ্গের অপরাধে কেন বহিষ্কার করা হবে না সাত দিনের মধ্যে তা জানানোর নির্দেশ দেয়া গেল। হালিম বলেন, আমরা ওই নোটিশের জবাব দিয়েছি। যেখানে তার মায়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগও আমরা সত্য নয় বলেছি। তাছাড়া তার মায়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্যি হলেও সেই অপরাধে তার কন্যাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা যায় না।